ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

(তৃতীয় গাইড্ লাইন)

বেআইনি আটক

সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল

রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান

আগরতলা • ত্রিপুরা

বেআইনি আটক :

ত্রিপুরা পুলিশ বোর্ডের দশটি গু(ত্বপূর্ণ গাইডলাইনের তৃতীয়টি হলো বেআইনি আটক সম্পর্কে। এই গাইড্লাইনে বলা হয়েছে — অপরাধের তদন্ত চলাকালীন বা অপরাধ থেকে বিরত করার জন্য কোনো ব্যক্তি(কে আটকের প্রয়োজন হলে পুলিশকে আইন মেনে করতে হবে। গ্রেপ্তার না করে আটক করা যাবে না। শুধু জেরা করার জন্য ইচ্ছার বি(দ্ধে আটক করা বেআইনি। গ্রেপ্তার করে আদালতের অনুমতি ছাড়া বেশি সময় (24 ঘন্টার বেশি) আটক রাখা আইন সংগত নয়।

সুতরাং সংগত কারণে কোনো ব্যক্তিকে আটক করতে গেলে যথাযথ ভাবে আইন মেনে করতে হবে। বেআইনি এবং স্বেচ্ছাচারী আটকের জন্য দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা আদালতের দ্বারা শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

- ভারতীয় সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো ভাবে হরণ করা যাবে না।
- কোনো ব্যক্তি(কে আইন মেনে গ্রেপ্তার না করলে বেআইনি আটক বলে গণ্য হবে।
- আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তারের পর সেই ব্যক্তি(কে কারণ না জানালে সেই গ্রেপ্তার বেআইনি হয়ে যাবে।
- গ্রেপ্তারের পর 24 ঘন্টার বেশি আদালতের অনুমতি ছাড়া আটক রাখলে বেআইনি আটক বলে গণ্য হবে। অবশ্য গ্রেপ্তারের স্থান থেকে আদালতে নেওয়ার সময়টুকু 24 ঘন্টার সঙ্গে যোগ হবে।
- জেরা করার প্রয়োজনে কাউকে আটক করা বেআইনি আটক। অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি কেউ পুলিশের ডাক পেয়ে হাজির হয় ও জেরায় অংশ নেয় তাকে আটক বলা যাবে না। বেআইনি আটক প্রমাণিত হওয়ায় মীরা বনাম তামিলনাড়ু মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট ৫০ হাজার টাকা (তিপূরণের আদেশ দেন।

☛ সাধারণ অপরাধের (ে ত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার বেআইনি আটক বলে গণ্য হবে। তবে এর ব্যতিত্র(মও আছে।

☛ সাজা ভোগ করার পরও কোনো আসামীকে আটক রাখা বেআইনি আটক।

☛ বিচারাধীন ব্যক্তি(কে তার বি(দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে যতদিনের সাজা হতে পারে তার বেশি আটক রাখা বেআইনি আটক।

বেআইনি আটকের জন্য দোষী পুলিশের বি(দ্ধে শাস্তির বিধান আছে ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 89 (3) ধারায়। এক বছরের জেল এবং জরিমানা দুটোই হতে পারে।

আইনের এই অবস্থান থেকে পুলিশের জন্য পরামর্শ হলো —

(১) গ্রেপ্তার ছাড়া অন্যভাবে আটক করবেন না।

(২) আইন মেনে গ্রেপ্তার ক(ন ও গ্রেপ্তারের কারণ আটক ব্যক্তি(কে জানান। না জানালে গ্রেপ্তার বেআইনি আটক হয়ে যাবে।

(৩) গ্রেপ্তারের পর 24 ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান থেকে আদালতে নেওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে) আদালতে আটক ব্যক্তি(কে হাজির করতে হবে। এই সময়সীমা পার হয়ে গেলে আইনি গ্রেপ্তার বেআইনি আটক হয়ে যাবে।

(৪) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রয়োজন হলে সেই ব্যক্তি(র বাসস্থান বা যেখানে তার সা(াৎ পাওয়া যাবে সেইখানে যেতে হবে। থানায় এনে জেরা করতে হলে তাকে লিখিত ভাবে আসতে বলুন। ডাকার কারণ উল্লেখ ক(ন। সাধারণত সকলেই এই ডাকে সাড়া দেয়। যদি কেউ না আসে বলপ্রয়োগ করা বেআইনি। যদি আসে জেরা করার আগে সে যে স্বেচ্ছায় এসেছে লিখে তাঁর স্বা(র নিন্। জেরা শেষ হওয়ার পরই তাকে

যেতে দিন এবং যাওয়ার সময় ডায়েরীতে লিখে তাঁর স্বা(র নিন্।

(৫) সাধারণ অপরাধের (ে ত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করা বেআইনি। অবশ্য ব্যতিত্র(মের নিয়মগুলো মেনে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করলে বেআইনি আটক হবে না। ফৌজদারী কার্যবিধির 41 (2), 42, 151 ধারা এবং ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 90 ধারায় এই নিয়ম গুলোর উল্লেখ আছে। গ্রেপ্তার সম্পর্কে গাইড্ লাইনেও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৬) পুলিশ ও জেল কর্তৃপ(ল(্য রাখবেন বিচারাধীন ব্যক্তি(র (ে ত্রে যে অপরাধের জন্য আটক করা হয়েছে তার সর্বোচ্চ শাস্তি কতো দিন হতে পারে। সেই সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আটক রাখলে বেআইনি আটক হবে। তাই নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার আগেই আসামীকে মুক্তি(দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন ক(ন।

(৭) সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি(কে সাজা ভোগ করার পর একদিনও আটক রাখা যায় না। কারণ তা বেআইনি আটক হয়ে যাবে।

(৮) প্রমাণ বা কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার আইনসংগত নয়। FIR এ নাম থাকলেই গ্রেপ্তার করতে হবে এমন নির্দেশ আইনে নেই। যদিও গ্রেপ্তারের (মতা সম্পর্কে কোনো সীমারেখার উল্লেখ আইনে নেই, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তারকে বেআইনি আটক হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ সংশোধিত আইনে আছে। তাই খুব সতর্কভাবে, আইন অনুসরণ করে গ্রেপ্তার করতে হবে। ●

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১